R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা –.স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৭ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে বৈশাখ, ১৪১৮।
৪ঠা মে ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

গণধর্ষণের পর নৃশংস হত্যা একের পর এক – সবাই চুপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ প্রতাপপুর কলোনীর শম্পা রায়ের (২৫) এ্যাসিডে পোড়া গলিত মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে নবগ্রাম থানার সুকীর মোড়ের কাছে এক নির্জন এলাকা থেকে। শম্পার মা মমতা মুখ এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ এ্যাসিডে পোড়া গলিত মৃতদেহ তাঁর মেয়ে শম্পার বলে নবগ্রাম থানার এ.এস.আই-এর সামনে সনাক্ত করেন ২৭ এপ্রিল '১১। গত ২০ এপ্রিল সন্ধ্যে থেকে শম্পা নিখোঁজ। গোডাউন কলোনীতে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাবার নাম করে বাড়ী থেকে বার হন শম্পা বলে খবর। সারা রাত ধরে পরিচিত বাড়ীগুলোতে খোঁজখবর করে ব্যর্থ হয়ে পরদিন রঘুনাথগঞ্জ থানায় মেয়ে নিখোঁজের ডাইরী করেন মমতা রায়। তাতে গোপালনগরের এক যুবকের নামও নাকি উল্লেখ করেন। জানা যায়, প্রতাপপুর ও গোপালনগরের কয়েকজনের একটা দল বাসষ্ট্যাণ্ড চত্বরে স্কুল-কলেজ ফেরতা মেয়েদের উদ্দেশ্যে টিটকারী, প্রেমালাপ, নানাভাবে প্রলোভিত করা চালু রেখেছে বেশ কয়েক বছর ধরে। এলাকার মানুষজনের কাছে এ সব কিছুই আজ গা সহা হয়ে গেছে।

বছর কয়েক আগে শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী জয়া শীলকে সন্ধ্যা রাতে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একাধিক যুবক ধর্ষণ করে। শেষে শ্বাসরোধ করে জয়াকে হত্যা করে ওদের বাড়ীর উঠোনের আমগাছে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। জয়ার বাবা দুঃস্থ মনোজ শীলের কান্নাকাটিতে অনেক গড়িমসির পর রঘুনাথগঞ্জ থানার (শেষ পাতায়)

মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য তাই ডাক্তারবাবুর ওয়ার্ক কালচার বলতে কিছু নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের সব কিছু অনাচারের ইন্ধন যোগাচ্ছে রাজনৈতিক নেতারা। সেখানে সিটু ইউনিয়ানের প্রভাবে হাসপাতালের বাউন্ডারীর মধ্যে গাড়ী রেখে দিয়ে রাস্তার পরিসর কমিয়ে দিলেও বলার কেউ নেই। আশপাশ এলাকা থেকে আসা এ্যাম্বুলেন্সগুলো মুমূর্ষু রোগী নিয়ে হাসপাতালে ঢুকতে বাধা পাচ্ছে। বাইরে রোগী পরিবহনে এ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া কম থাকলেও বেশী ভাড়ায় এ্যামব্যাসাডর বা অন্য গাড়ী নিতে বাধ্য করাচ্ছে সিটুর ছত্রছায়ায় থাকা ড্রাইভাররা। ঠিক তেমনি ইউনিয়নের ওপর ভর দিয়ে কোন রকম স্বাস্থ্য পরিষেবা না দিয়ে শুধুমাত্র সিপিএম পরিচালিত সংযুক্ত মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সদস্য হয়ে ডাঃ রমেশ চক্রবর্তী এখানে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। না করেন আউটডোর, না করেন নাইট ডিউটি। এমারজেন্সী ডিউটিও অন্যদের দিয়ে করানোর সুযোগ খোঁজেন। কোন বেডেরও দায়িত্ব নাই তাঁর উপর। তিনি অনেক বদনামে জড়িয়ে রামপুরহাট থেকে এখানে এসেছেন বলে খবর। ডাঃ রমেশের প্রভাবে ডাঃ অনির্বাণ মুখার্জী, ডাঃ গৌতম রায়, ডাঃ নবীনচন্দ্র দাস, ডাঃ প্রবীর কুমার সাহা আউটডোর ডিউটি উপেক্ষা করে প্রায় গল্পগুজবে সময় কাটান। এই সুযোগ নিয়ে বেশ কয়েকজন ডাক্তার সপ্তাহে তিন দিন জঙ্গিপুরে তিন দিন বাইরে প্রাকটিস করছেন। এদের মধ্যে নবাগত অর্থপেডিক সার্জেন নির্মাল্য দাস (শেষ পাতায়)

স্পর্শকাতর এলাকায় এবার শান্তিপূর্ণ ভোট

নিজস্ব সংবাদদাতা : চড়া রোদ মাথায় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চুপচাপ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেয়ার নাছোড় জেদ পরখ করে এলাম। এবার সেখানে বুথ দখলের কোন দাপট নেই, নেই গ্রাম চাড়া মানুষদের ভয়ার্ত চোখে লাইনে দাঁড়ানোর দ্বিধা। শান্তির পরিবেশে এবার ভোট হয়েছে সেখানে। এইসব কথা বলা হচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকেন্দ্রা, খেজুরতলা, লালখানদিয়ার (শেষ পাতায়)

নার্সিং হোস্টেলে সমাজবিরোধীদের হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতাল চত্বরের নার্সিং হোস্টেলে গত সপ্তাহে গভীর রাতে সমাজবিরোধীরা হামলা চালায়। আতঙ্কিত নার্সিং ষ্টাফেরা একটা ঘরে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। বন্ধ দরজায় একাধিক লাথি পড়ে বলে খবর। আরও খবর– কিছুদিন ধরে ঐ এলাকার কিছু উৎশৃঙ্খল যুবক নার্সিং হোস্টেলের গা ঘেঁষা হোটেলের ছাদ থেকে অল্প বয়সী ষ্টাফদের সঙ্গে অযাচিতভাবে আলাপ করার চেষ্টা করে, কেউ কেউ ভালোবাসার প্রস্তাবও দেয়। (৩য় পাতায়)

অনিল বসুর কুশপুত্তলিকা দাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গত ২৯ এপ্রিল এখানে সিপিএমের নেতা অনিল বসুর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। অনিল বসু এক নির্বাচন বক্তৃতায় তৃণমূল নেত্রীর উদ্দেশ্যে অশালীন কথাবার্তা বলেন। যদিও বামফ্রন্টের তাবড় নেতারা অনিল বসুকে ধিক্কার জানিয়ে এ ঘটনায় তাকে লিখিত দুঃখ প্রকাশ করতে বলেন।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে বৈশাখ বুধবার, ১৪১৮

।। নির্বিঘ্ন ভোটপর্ব ।।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে ভোট প্রার্থীদের প্রচারের উত্তাপ এইবার সেইভাবে পরিলক্ষিত হইল না। নির্বাচন কমিশনের বিধি নিষেধে সারাদেশব্যাপী এক নিরুত্তাপ ভাব। মিটিং মিছিল এই সবের আধিক্য শেষ কয়েকদিন ছাড়া সেইরকম দেখা গেল না। কেমন যেন 'নমো নমো' করিয়া ভোটপর্ব সম্পন্ন হইল। ২০১১ সালই যেন ব্যতিক্রম। ইহার পূর্বে যতবার ভোট হইয়াছে, ততবারই উত্তেজনার বিশাল তাপ সকলে পোহাইয়াছেন। ভোট প্রার্থীরা এবং ভোটদাতা, জনসাধারণ ও ভোট প্রচারক – সকলেই যেন অযুত হস্তীর বল লইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। কিন্তু এই বৎসরে দেখা যাইল –অল্প কোয়ায়েট্ অন্ দ্য ভোটিং ফ্রন্টস্।

ইহার কারণ ইহা নয় যে, ভোটপ্রার্থী এবং তদনুচরেরা বা সমস্ত রাজনৈতিক দলই হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক দলই যথেষ্ট শক্তিধর। তবে 'মরম কি দাহ' এই যে, নির্বাচন কমিশন এমন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন যাহার নাম নির্বাচনের আচরণবিধি। ইতিপূর্বে নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এমন ক্রিয়াকলাপ চলিত যাহা ভোটের উদ্যমকে বিনষ্ট করিত।

এই বৎসরের নির্বাচনে প্রার্থীদের ভোটে দাঁড়াইবার খরচপত্রের উপযুক্ত হিসাব রাখিতে হইতেছে। ফলে ভোট প্রচারে নানা ধরনের চমক ধরান মিছিল, মিটিং-এর জৌলুষ চলিয়া গিয়াছে। পোষ্টার, ব্যানার, দেওয়াল লিখন ইত্যাদিতে দেশ ছয়লাপ হইতেছে না। ইচ্ছামত যানবাহন ব্যবহার করারও কোন উপায় আর নাই। ফলতঃ নানাস্থানে নির্বাচনী প্রচারে কপ্টার ব্যবহার হইলেও তাহা হাতে গোণা। সিংহভাগ কাজ মোটরগাড়ীতে সারিতে হইয়াছে নিতান্ত বাধ্য হইয়া। বক্তৃতামঞ্চও অতিসাধারণভাবে নির্মিত হইয়া। ভোটে সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ, সার্কিট হাউসে বসিয়া ভোটের কাজ চালান প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ নির্বাচন কমিশন বন্ধ করিয়াছেন। ভোটের আচরণবিধি ভঙ্গ করিবার কিছু কিছু বিষয়ে নির্বাচন কমিশন তদন্তের নির্দেশ দিয়াছেন। তাহার জন্য অবজারভারও নিযুক্ত করা হইয়াছে।

নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন হইতে শুরু করিয়া সর্বত্র কঠোর দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে সব এলাকায় অবজারভার নিযুক্ত করেন এবং অবৈধ ভোট রুখিতে প্রতিটি ভোটারের সচিত্র পরিচয় পত্র আবশ্যিক করেন। সরকারী দপ্তর হইতে সচিত্র ভোটপত্র সরবরাহও করা হয়। ইহা ছাড়া ভোটের দিন গ্রাম-শহর সর্বত্র প্রতিটি বুথেই সশস্ত্র আধা সামরিকবাহিনী মোতায়েন করেন। হোমগার্ডরা ব্রাত্য। যাহার কারণে ভোটপর্ব চলাকালীন কোন জায়গায় বড় ধরনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। পদ্ধতিগত কারণে বা যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে কিছু কিছু জায়গায় ভোট গ্রহণ শ্লথ গতিতে চলিলেও

রসিক দার্শনিক দাদাঠাকুর

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

কাজি নজরুল ইসলাম দাদাঠাকুরকে 'হাসির অবতার' বলে সম্বোধন করেছিলেন। আমার মনে হয় শুধু এই অভিধাতেই দাদাঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় মেলে না। তিনি ছিলেন হাস্যরসিক দার্শনিক, যিনি একই সঙ্গে আনন্দ আর জ্ঞান পরিবেশন করতেন।

আমার বাল্যকালে আমার পিতৃদেব নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের মজলিসে প্রায়ই বহু গুণীজনের সমাবেশ দেখেছি। যাঁদের মধ্যে একজন শরৎচন্দ্র পন্ডিত যিনি দাদাঠাকুর নামেই বিখ্যাত; আর অন্যজন চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, সে যুগে কৌতুকাভিনয়ের জন্যে যাঁর রসিক মহলে সমাদর ছিল। গোঁসাইজীর সাজগোজ ছিল পরিপাটী, ধোপদুরস্ত বাবুদের মত। তাঁকে বলা হয় কৌতুকী বা কমেডিয়ান। তাঁর হাস্যরসের প্রধান উৎস ছিল বাক্য, আকার আর ভঙ্গিমার বিকৃতি। আমরা তাঁর মজার মজার মুখভঙ্গি দেখে আনন্দ পেতুম। তিনি মাথায় ঘোমটা দিয়ে কটাক্ষ হেনে মেয়েলি গলায় গান ধরেন, 'এবার মলে বাইজী হব, গোঁসাইজী আর বর না।" আমরা সবাই প্রাণ খুলে হাস্তম। চটপট সরস কথা তাঁর মুখ থেকে শোনা যেত। আমাদের বাড়ীতে একটা মস্ত বড় চৌবাচ্চা ছিল, যেটাতে দেখে তিনি এদিন বললেন, 'এটা চৌবাচ্চা কে বলে ? এ ত দেখছি চৌধাড়ি !' গোঁসাইজীর চিত্র মুখভঙ্গীর ছবি সে সময়ে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হত।

কিন্তু দাদাঠাকুর ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তাঁর মোটেই বাবুয়ানা ছিল না। তাঁর খালি পা, খালি গা, পরনে শুধু ছোট ধুতি আর চাদর, চোখ দুটি সর্বদা কৌতুকে উজ্জ্বল। কলকাতার বাবু সমাজে তিনি ছিলেন এক মূর্তিমান গ্রামীণ প্রতিবাদ। তবু তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরসের লোভে সেই সমাজ তাঁকে আপনার করে নিয়ে ছিল শুধু কৌতুক পাবার জন্যে নয়, আত্মসমালোচনা শুনে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেও। তাঁর সরস গান বা উক্তির আবেদন ছিল বহুলাংশে বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাঁর রচনা ছিল সর্বপ্রকার দুর্নীতি আর কদাচারের প্রতি কৌতুক মিশ্রিত তিরস্কার। চলিত বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে তিনি মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারতেন। যে সব ছড়ায় ছিল ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও প্রতিবাদ। দু'চারটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

'জানিস আমাদের স্কুল সরকারী সাহায্য পায়। গভর্ণমেন্ট এডেড (*Government aided*)।' দাদাঠাকুর বললেন, 'জানি স্যার। *A dead school.*' ছাত্রের মুখে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নিষ্প্রাণ বিদ্যায়তনের কি নির্মম সাধারণ মানুষ ইহাতে বিরক্ত না হইয়া দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াইয়া তাঁহারা শান্তিতে ভোট দেন। ইহার কারণে এইবার ভোটের হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মই এই পরিস্থিতি আনিয়া দিয়াছে। ইহার পরও যদি বামফ্রন্ট সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে আনা ছাপ্পা ভোট– বুথ দখল বা ভীতি প্রদর্শনের বদনাম ঘুচিবে।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

সাধন দাস

মহাকালের রথের চাকা থেমে নেই। যুগ পেরিয়ে যুগান্তর। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা, এমনকি ভালোবাসার ধরণও। প্রাচ্য পাশ্চাত্য একাকার করে ফেলেছে বিশ্বায়নের ছায়া। তাই শান্ত স্নিগ্ধ মূল্যবোধগুলি আজ পাশ্চাত্যের উগ্র বর্ণচ্ছটায় উৎকট চেহারা নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কি ক্রমশঃ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন ? আর কি তিনি আমাদের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনার সুধা এনে দিতে পারছেন না ? আর কি আমরা তাঁর সুরের বৈতরণী বেয়ে নন্দনের আনন্দলোকে পৌঁছে যেতে পারি না ?

যুগ ও সমাজ অনেকটা সেই রকমই বলছে। এই গতির যুগে, ভোগবাদের যুগে রবীন্দ্রনাথ নাকি ব্রাত্য !! কষ্ট হয় একথা স্বীকার করতে। একজন মহামানব কি কেবলমাত্র কোনো খন্ডিত কালের জন্যই জন্মান ? যারা রবীন্দ্রদর্শনের গভীরে ঢুকেছি, তারাই জানি– শাশত সত্যের কথা কোন্ ভাষায় বলা যায় ! কোন্ সুরে বললে

(শেষ পাতায়)

সমালোচনা। 'বিদূষক' পত্রিকার *Editor* কে তিনি লিখেছেন *Aid-eater*। অনেক পত্রিকা সম্পাদক সম্পর্কে তাঁর যে ব্যাঙ্গোক্তি, এ সম্পর্কে টীকা নিষ্প্রোজন। এই রকম তাঁর 'বোতল পুরাণে' মদিরামাহাত্ম্যে মদ্যপদের সম্পর্কে ব্যাজস্তুতি, টাকার অষ্টোত্তর শতনামে কাঞ্চনকৌলীন্যকে ব্যঙ্গ, ভোটামৃতে গণতন্ত্রে ভোট দানের পদ্ধতির সমালোচনা, বীণাপাণির নিকট দানাপানির আবদারে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতা ; কখনও পুরানো হবে না এই সব রচনা।

দাদাঠাকুর তদানীন্তন ইংরেজ লাট সাহেবকেও ইংরেজী ছড়ায় দেশের দুঃখের কথা শুনিয়ে দিতে ভয় পাননি। তিনি বললেন,

'এ রিভার ক্লোজ ষ্ট্যাগ্ন্যান্ট ষ্ট্রীম ফর দি এক্সপেরিমেন্ট অব্ ড্রেনেজ স্কীম, ইত্ত এ্যাক্সেলেন্সি ইজ স্পেনডিং ম্যচ্ টু কীপ আস্ অ্যালাইভ উইথ লাভিং টাচ্ ।'

সরকারী স্কুল হস্তাবলেপের উৎপাত থেকে জনসাধারণ আজও মুক্তি পায়নি।

দাদাঠাকুর ভগবানের সঙ্গেও রসিকতা করতে ছাড়েন নি।

নিজের এক মৃত পুত্রকে চিতায় শুইয়ে তিনি গান ধরলেন –

'তোমার দেওয়া, তোমার নেওয়া
আমার এতে কি লোকসান ?
দত্তাপহারী হোলে যে
নিলে জিনিস করে দান।'

এই কথা যাঁর মুখ দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেরয় তিনিই ত প্রকৃত দার্শনিক। এইখানেই দাদাঠাকুরের বিশেষত্ব। তিনি যদি শুধুই পরিহাসপ্রিয় বা কৌতুককারী হতেন, তবে অনেক আগেই লোকে তাঁকে ভুলে যেত। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে তিনি জ্ঞান বিতরণ করেছেন, দুর্নীতি আর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে তিনি সবর হয়েছেন, তাই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন, থাকবেন অনেক শতাব্দী ধরে।

সাধারণ নির্বাচন ও সাধারণ মানুষ

অনুপ ঘোষাল

সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কতটুকু ? ভোট নামক উৎসব বড় বড় মানুষদের ব্যাপার। নির্বাচন কমিশন বড় বড় ফতোয়া জারি করেন, বড় বড় মানুষেরা ভোটে দাঁড়ান, বড় বড় খরচ হয়, সেই খরচের হিসাবে বড় বড় জোচ্চুরি, দলগুলি কোম্পানির কাছে বড় বড় চাঁদা চান। এবং সদাশয় ব্যবসায়ীগণ মুক্তহস্তে ভোটের খরচ জুগিয়ে বেপরোয়াভাবে দু'তিন গুণ করে বড় বড় লাভ ঘরে তুলতে থাকেন। ভোট মানেই বড় বড় ব্যাপার। এবং এত সব বড় ব্যাপারের পর এবার কী হবে ? পর্বতের মূষিক প্রসব। কেন্দ্রে দোদুল্যমান সরকার। খেয়োখেয়ি আয়ারাম-গয়ারাম, এবং গরু ছাগলের মত সাংসদ কেনাবেচার হাট, পরিণাম রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং মোকা বুঝে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। যদিও গালভরা নাম সাধারণ নির্বাচন, বড় বড় বাবুদের। এই ভোট ভোট খেলায় সাধারণ মানুষের কী যায় আসে !

একেবারে যে কিছু যায় আসে না, তাও নয়। অসুস্থ মাষ্টারমশাইকে চড়া রোদে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে ভোটের মাল নিতে হয়, ট্রাকের পিছনে ধুলো খেতে খেতে কাহিল হয়ে পৌঁছে দশ-বিশ ঘন্টা ভোট করতে হয়। যাব না বললে নাকি কোমরে দড়ি। গণতন্ত্রের হদ্দমুদ্দ ! কানের পোকা বের করা মাইক, শ্লোগানের অত্যাচার। প্রত্যেক প্রার্থী একবার যখন কড়া নাড়েন, ঠোঁটে অমায়িক হাসি লটকে আত্মপ্রবঞ্চনা। ভোটের কাজিয়ায় প্রার্থীদের নয়, রক্ত ঝরে সাধারণ মানুষেরই। যাতায়াতে গাড়িঘোড়া পাওয়া দায়, সব 'ইলেকশান আর্জেন্ট' লেবেল সেঁটে সেক্টর অফিসে লাইন লাগিয়ে রেখেছে। এবং সবচেয়ে যে ব্যাপারটায় বেশী যায় আসে, সেটা হল বাজারে গিয়ে জিনিষ ছোঁয়ার ছ্যাঁকা। আলু এক লাফে ছ'টাকা, অন্য বছর এই চৈত্র-বৈশাখে তিন টাকার বেশী কখনও দেখিনি। বিভিন্ন ডাল হঠাৎ দ্বিগুণ। লঙ্ক সহযোগে জিনিষপত্রের দামে এই আগুন ব্যবসায়ীদের দেয়া চাঁদা দ্বিগুণ হয়ে ঘরে ফিরলে নিভবে, নাকি সাধারণ মানুষেরই ছ্যাঁকা খেতে খেতে গা-সওয়া হয়ে যাবে–ঈশ্বরের পিতা জানেন।

গাঁঘরের গরিবগুর্বোরা অনেক দেখেছে। গলার রগ ফাটিয়ে বিস্তর চিল্লিয়েছে মিছিলে–'ইয়ে সরকার বদল ডালো।' অনেক বদল দেখল তারা। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। ভোটে দাঁড়াল যখন লিকলিকে শরীর, গাল তোবড়ানো, চোখ বসা–জেনুইন ক্যাডার যাকে বলে। ভোটের পর দুটো বছর যেতে না যেতেই ঘাড়েগর্দানে এক, তেল চুকচুকে শরীর, পোষাকে কড়া মাঞ্জা। বাড়ির টালি সরিয়ে ছাদ ঢালাই হচ্ছে, সাইকেল হটিয়ে ইয়ামাহা, তেমন ভাগ্য হলে মারুতির ফিনফিনে হাওয়া। হাওলা, বোফর্স, ট্রেজারি, ওয়াকফ, বেঙ্গল ল্যাম্প–একের পর এক কেলোর কীর্তির কৌশলে ডান-বাম সব নেতার আঙুল ফুলে কলাগাছ।

জননেতাদের হালহকিকৎ দেখে সাধারণ মানুষ এতই ক্লান্ত, সাধারণ ভোটের ওপর কোন আগ্রহই গজাচ্ছে না তাদের। যা হচ্ছে তা শুধু আতঙ্ক। আবার এল ভোট। ভোটের পর শরিকি সংঘর্ষ শুরু হবে, হেরোদের পাড়াছাড়া করার লড়াই-লাশ পড়বে। জিনিসের দাম আরো বাড়বে। ভোট দিতেই ইচ্ছে করে না। কাকে ভোট দেব, ঠগ বাছতে গাঁ উজার !

যাকে ভোট দিয়ে গতবার জেতানো হল, লম্বা পাঁচ পাঁচটা বছর পর আবার তার চেহারা দেখা গেল। সে চেহারা এমন বদলে গেছে, বিশ্বাস হয় না–যেন সায়েব সুবো এলেন কেউ ! আমাদের সেই হোর‍্যা এখন পুরো দস্তুর হরিবাবু। হাত জোর, স্মিত হাস্য। আবার পাঁচ বছরের জন্য ভোট চাইতে এসেছেন। এবার পার করে দাও ভায়েরা, যা চাইবে তাই দেব। চাকরি দেব, রাস্তা দেব, বিদ্যুৎ দেব, কল দেবতা হাত ঘোরালে নাড়ু দেব, কালী গায়ের দুধ দেব।

সাধারণ লোক জানে, ভোট ফুরোলেই জিপ হাঁকিয়ে চোখে ধুলো ছিটিয়ে পাঁচটা বছরের জন্য সব পগার পার। কারুর টিকিটি দেখা যাবে না। তবু ভোট দিতে হয়, উপায় কী ! ভাল মানুষ খুঁজে ছাপ দেয়া তো নয়, খারাপের মধ্যে কম খারাপ বাছার চেষ্টা। কার ধাপ্পাটা কম, তার সন্ধান। বিকল্প যে নেই কিছু।

সাধু সাবধান

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

'চ্যানেল নেবে গো, চ্যানেল' – চ্যানেল (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) কি বিক্রি হচ্ছে ? হতেই হবে, ব্যবসা তো ! বিভিন্ন দরে বিক্রি হচ্ছে, যার যা বাজার চাহিদা এবং খদ্দেরও বিভিন্ন, যার যে রকম রেস্তোর দৌড়। না, না – মজা নয়, ভাবার বিষয়। বিদ্দানরা গণমাধ্যম-গণমাধ্যম করে চ্যাঁচান, তাদের মতে জনজীবনকে নবজাগরণের পথযাত্রী করার প্রধান দিকনির্দেশকের ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন গণমাধ্যম। তা বর্তমান গণমাধ্যমগুলি রামকৃষ্ণদেবের "যত মত তত পথ" এ বিশ্বাসী। সক্কালবেলা চারটে দৈনিক নিয়ে বসুন, দেখবেন চারটে পত্রিকার ভাষা, প্রয়োগ এবং উপস্থাপনা চার রকম। স্বাভাবিক; চারটে আলাদা সংস্থা, আলাদা সত্তা। কিন্তু উপাদান, বিষয়বস্তু, সর্বোপরি উদ্দেশ্য– সেও চাররকমের ? এই অঙ্গে বহুরূপ, নাকি আইনস্টাইন সাহেবের থিয়োরী অব্ রিলেটিভিটি। তমুক দলের উৎসাহসূচক খবরাখবর অমুক সংবাদপত্রে সর্বদা শিখরে। আবার একই খবর তমুকের সংবাদপত্র বা পত্রিকায় স্থান পেলো শেষের আগের পাতায়, নেহাৎ একছত্র, ছোট ছোট করে– নিতান্তই অবহেলা ভরে। কিমবা হয়তো জায়গায় পেলো না। এ পত্রিকার পাতা ওল্টান, পত্রে পত্রে পরিবর্তনের ছাপ। ওরে বাবা ও পত্রিকাতো পরিবর্তন নয় প্রত্যাবর্তন চায়। এর মতে পরিবর্তনই জীবন, ওর মতে পরিবর্তনের দুটি মুখ–ভালো ও খারাপ। বরং বিবর্তনই কাম্য, যা সর্বদা উন্নততর আবির্ভাব ঘটায়। হায়-হায় কি যে করি, কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়ি।

হাতে রিমোট কন্ট্রোল, টিপুন ৫ কিমবা ১৫, তিন কিমবা তেরো। এই রে চারটে তো চার কথা বলছে। একই মাঠের একই ঘাস খাওয়া একই গরু; কেউ দেখাচ্ছে শিং এর কালো, কেউ দেখাচ্ছে পেটের সাদা আবার কেউ বা ল্যাজের দিকের গোলাপী অংশ। যে গরুটা দেখেইনি, সে কিভাবে গোটা গরু বুঝবে ? মহা বিপদ। কোনো বৈদ্যুতিক মাধ্যমে যদি বরাহের অংশ বিশেষে হস্তি দর্শন করায়, কার দোষ ভায়া ! কেউ যদি শ্যামের কথায় সকাল থেকে বিকেল অব্দি বলে বেড়ায় 'রাম বড় বেয়ারা বালক' – হায় রহিম কি করে রামকে সুবোধ ভাবে ?

কিছু করার নেই – "বেওসার বেপার আছে বাবু"। রীতিমত মার্কেটিং পড়া লোক। *Organisational Behaviour, Market Segment, Market Research, Media Marketing, Product & Product Promotion* – আরও অনেক। ম্যানেজমেন্ট গুরুদের ভবিষ্যৎবাণী, যার বাস্তবতা *TRP* এবং *Balance Sheet* এ দৃশ্যমান। তাই পণ্য বিক্রিই বিক্রেতার কাছে শেষ কথা। রাখুন দায়বদ্ধতার তত্ত্বকথা। অবিকৃত পচনশীল দ্রব্যের দাম ক্রমশ কমে, এটাই বাজারের দস্তুর। তা – আলু-পটলই হোক, পত্র-পত্রিকার *'Breaking News'*, *IPL* এর খেলোয়ার কিমবা ছোট, বড়, মাঝারি নেতা। তুমি কি বুঝবে তোমার দায়। তাই –

ইতিহাস বলছে খোলা রাখো চোখ ও কান।
ভবিষ্যৎ ডাকছে তোমায় সাধু সাবধান।।

নার্সিং হোস্টেলে সমাজবিরোধীদের (১ম পাতার পর)

এই পরিস্থিতিতে সিস্টাররা রাতে ডিউটিতে আসা-যাওয়ায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। হোস্টেলের মেট্রোন এর প্রেক্ষিতে গত ২৭ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ এনেছেন। এখন পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

বিপ্লব শতবর্ষ দূর। সবাই খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়েছে। ডানপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী, ধান্দাপন্থী, আধা কম্যুনিষ্ট, সিকি কম্যুনিষ্ট, প্রতিবিপ্লবী, অতিবিপ্লবী– সকলেই খোঁয়াড়ে গলাগলি করে কেত্তন করছেন। সকলেরই গায়ে বিশুদ্ধ নামাবলী, গায়ের দগদগে ঘা ঢাকা পড়ে গেছে।

তাই কাদির সেখ আর রঘু মণ্ডল যার সঙ্গেই ভোট নিয়ে কথা বলতে যাই না কেন সবারই একই জবাব, 'ইসব বাবুদের ব্যাপার-স্যাপার, মুদের কী ? মুদের মত কাবুদের কষ্ট বেড়িই যাবে। ভোট দিতি হয় দিব, ব্যস !'

গণধর্ষণের পর নৃশংস হত্যা

(১ম পাতার পর)

পুলিশ বাহাদিনগরের স্কুল শিক্ষক প্রশান্ত হালদারের ছেলে অনিন্দ্যকে গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে মনোজ শীলের ছোট মেয়েও ঐ সব সমাজ বিরোধীদের লালসার শীকার হয়। তাকে গাড়ীতে তুলে শম্পার মতো নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটির চিৎকারে ম্যাকেঞ্জী এলাকার লোকজন জড়ো হয়ে গেলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায় বলে খবর। এর কিছুদিন পর রঘুনাথগঞ্জ এ্যান্টি ইরোসনের জনৈক কর্মী নারায়ণ দাঁর মেয়ের ওপর ওদের নজর পড়ে। বাহাদিনগরের নবকুমার মন্ডলের ছেলে দীপঙ্কর (বাবন) এবং তার সাগরেদরা মেয়েটিকে উত্যক্ত করে তোলে। শেষে একদিন স্কুল যাবার পথে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। রঘুনাথগঞ্জ থানায় বার বার ধর্ণা দিয়ে বেশ কয়েকমাস পর নারায়ণবাবু শিলিগুড়ি থেকে তার মেয়েকে উদ্ধার করেন। বাহাদিনগরে কৃষ্ণ হালদারের তেলেভাজার দোকানে বা ওখানকার খড়খড়ি নদীর বাঁধানো নির্জন ঘাটে এইসব সমাজবিরোধী যুবকদের অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা আজও চলছে। এলাকার মানুষ এদের ব্যাপারে মাথা গলায় না। তাই শম্পার শোচনীয় মৃত্যু নিয়েও কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। উল্লেখ্য, শম্পারা তিন বোন। বাবা রঘুনাথ রায় মারা যাবার পর মা মমতা জীবিকার তাড়নায় দিল্লী পাড়ি দেন। মেয়েরা এখানে কাকার ভরসায় পড়ে থাকে। এই সুযোগটাই নেয় এলাকার উৎশৃঙ্খল যুবকরা। এই সব যুবকদের নাম উল্লেখ করে গত জানুয়ারী '১১ তে শম্পা তার অসহায়ত্বের কথা লিখিতভাবে থানায় জানান বলে খবর। বাহাদিনগর ও গোপালনগরের কিছু সমাজবিরোধী গণধর্ষণের পর একের পর এক হত্যা চালিয়ে গেলেও তাদের উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে না–এ আক্ষেপ এলাকার নীরিহ বাসিন্দাদের।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

(১ পাতার পর)

চিরকালের বীণার তারে একই স্পন্দন জাগে !! অধরা মাধুরীকে ছন্দের বন্ধনে কিভাবে বাঁধা যায় !!

আমি বিশ্বাস করি না - সময়ের সঙ্গে নিত্য মূল্যবোধ বদলে যায়। বৃত্তের পরিধির মতো আমাদের জীবনাচরণের বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে ঠিকই, কিন্তু বৃত্তের কেন্দ্রের মতো আমাদের মনের ধ্রুবকটি পরিবর্তনীয়–যেখানে উচ্ছ্বাসের উজ্জ্বল রোদ্দুর, বিষাদের বিষন্ন বৃষ্টি, চিরকাল বিশ্বজুড়ে একই সুরে বাজে। সেখানে পূর্ব পশ্চিম বা সাদা কালোর কোনো ভেদ নেই, ভেদ নেই একালের সঙ্গে সেকালের। ভুমন্ডলের উপরিস্তরে যতই ঝড়ঝঞ্ঝা-অগ্নুৎপাত হোক, কেন্দ্রটি স্থির। মানুষের অন্তনিহিত মনবৃত্তের সেই কেন্দ্রবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ সেই কেন্দ্রকে স্পর্শ করে আছেন। তাই ঘরে বাইরে সর্বকালে তিনি প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যবাদী নন, বৈরাগ্যসাধনে তিনি মুক্তি চাননি কখনো, তিনি জীবনবাদী কবি। আনন্দময় তাঁর সম্বিৎ। এই 'আনন্দ' পূর্ণতা বা অখন্ড চেতনারই আরেক নাম। 'আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি' – উপনিষদের এই বাণীই তো এই কবির জীবন দর্শন।

এই কম্পিউটার-ইন্টারনেট-ই-মেলের যুগে হৃদয়হীন যান্ত্রিকতা দ্রুত গ্রাস করছে আমাদের। এই পথে মানুষের মুক্তি নেই। রৌদ্রদগ্ধ এই নিদাঘে কোথাও জায়গা নেই দাঁড়াবার। চারদিকে সীমাহীন শূন্যতা, কোথাও নেই আত্মার আত্মীয়। এই সংকটে তিনি রয়েছেন তাঁর সুরের ডালি নিয়ে। তাঁর বাণী, তাঁর সুরের ঝরণাধারায় আমাদের গিয়ে দাঁড়াতেই হবে। কেননা, এই দুঃসময়ে তিনিই পরম নিরাময়। তাঁরই গানে আমরা পাই জীবনে চলার শক্তি, তাঁরই গানে নিহিত আছে বিপদের নির্ভয়মন্ত্র, তারই সুরের যাদুতে আমরা পার হয়ে যাই দুঃখ-পারাপার। বেঁচে থাকার এই দুর্জয় শক্তি মঙ্গলময় জীবনের এই মহৎ প্রেরণা। মহাজীবনবোধের এই ধ্যানমন্ত্র প্রতিটি মানুষ হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করুক–রবীন্দ্রপক্ষে এই প্রার্থনা আমাদের।

তরুণ কবি

জোঃ নুরুল ইসলামের অনবদ্য কবিতা গ্রন্থ
"দুনিয়া" প্রকাশের মুখে
যোগাযোগ - ৯৪৩৪৫৩১৭৩৫

ডাক্তারবাবুর ওয়ার্ক কালচার বলতে কিছু নেই

(১ পাতার পর)

একজন। পার্টি ফান্ডে মোটা চাঁদা দিয়ে এই ধরনের অনাচার চলছেই। এখানে না হয়েছে নেতাদের শুদ্ধিকরণ, না হয়েছে ডাক্তারদের এ মন্তব্য সিপিএমের এক নিষ্ঠাবান সমর্থকের। জঙ্গিপুর হাসপাতালের হাল ফেরাতে নবাগত সুপার ডাঃ শাশ্বত মন্ডলের দিকে জঙ্গিপুরের মানুষ তাকিয়ে আছেন বলে খবর।

Notice

An interview will be held on 21.05.2011 at 11 a.m. for filling up of a short term vacancy in the Post of Assistant Teacher (In connection with maternity leave) in Sanskrit (H/PG Category). The candidates belong to OBC A category having Hons./PG degree in Sanskrit preferably trained may attend the Interview directly along with all the credentials in original and two sets of photo copies of the same on the said date and time. (No TA is admissible)

Place of Interview- *School premises. Srikantabati P.S.S. Sikshaniketan, P.O. - Raghunathganj, Murshidabad.*

Period of Vacancy : *26.5.11 to 21.9.11 = 119 days.*

Secretary
Srikantabati P.S.S. Sikshaniketan

স্পর্শকাতর এলাকায় এবার শান্তিপূর্ণ ভোট

(১ম পাতার পর)

ইত্যাদি স্পর্শকাতর এলাকা সম্পর্কে। এখানকার ভোটের ফলাফল এবার কি হবে কিছুই বলতে পারেননি এলাকার পোড় খাওয়া নেতারা। ২০০৬ এর বিধানসভা ভোটে এই অঞ্চলের পরিবেশ তেমন থমথমে থাকে। গিরিয়ার মোস্তাক হোসেন জানান – রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সাত বছর গ্রাম ছাড়া ছিলাম। এবার শান্তিতে ভোট দিতে পেরে ভালো লেগেছে। খেজুরতলা বুথে এতদিন দু'জনেই সব ভোট দিয়ে দিত। নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটের আগে বাড়ী বাড়ী গিয়ে শাসিয়ে আসত। কেউ কেউ এদের শাসানিকে উপেক্ষা করে ভোট দিতে গিয়ে বুথ থেকে ঘুরে আসত–তার ভোট হয়ে গেছে। এ বছর সব কিছুরই ব্যতিক্রম।

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ
(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)

আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।

: জ্যোতিষ বিভাগে :

অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।

(অগ্রিম বুকিং করুন)

Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088
PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।